রেল গাড়ী

শ্রীকৃষ্ণধন দে এম্-এ, বিদ্যানিধি, কবিশেখর।

ছুটে চলে রেল গাড়ী—
পার হয়ে মাঠ বন পথ ঘাট কত দূরে দেয় পাড়ি!
লোহার চাকায় পিষে' চলে লোহা দারুণ অহঙ্কারে,
আকাশের বুকে ধোঁয়ার নাগিনী নিয়ত ছোবল্ মারে!
কেঁপে' ওঠে মাটি, বহে' যায় ঝড়, উড়ে' আসে ধূলিরাশি,
আকাশে বাতাসে বেজে' ওঠে তা'র গভীর অট্ট-হাসি!
শ্বন্ শ্বন্ শ্বন্ কেঁপে' ওঠে বন দুই পাশে চিৎকারি'—
আগুনের রথ আগুন উগারি' পোড়ায় যে বুক তা'রি!
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় খসে কচিপাতা, শুকায় মুকুলদল,
ভাঙ্গা নীড় হ'তে পাখীদের ছানা পড়ে ভয়বিহ্বল!
আগুন ছড়ায়ে পথে—
কোন্ সে দানব ছুটিয়া চলেছে বিরাট্ লৌহ-রথে!

ছুটে চলে রেল গাড়ী—
পার হয়ে মাঠ বন পথ ঘাট কত দূরে দেয় পাড়ি!
ডিনামাইটের আঘাতে পাহাড় ভেঙ্গে হো'ল চৌচির,
পাথর-লোহাতে বাঁধা পড়ে নদী স্রোত হয়ে গেছে থির!
শ্যাম ধরণীর ক্ষত করি' বুক, খাদ কাটি' মাটি খুঁড়ি'
লৌহ রথের বর্ত্ম চলেছে দূরদূরান্ত জুড়ি'!

প্রকৃতির বুকে জাগে অভিশাপ, উপাড়ি' ফেলেছে বন,
কাটিয়া ফেলেছে করাল কুঠারে মহীরুহ অগণন।
ঢাকিয়া ফেলেছে অঙ্গার দিয়া কাননের শ্যামলিমা,
মৌন ধরার বক্ষ বিঁধিয়া এঁকেছে পথের সীমা!
দর্পিত হুঙ্কারে
রক্তচক্ষু যন্ত্রদানব ক্রোধে নিঃশ্বাস ছাড়ে!

ছুটে চলে রেল গাড়ী—
পার হয়ে মাঠ বন পথ ঘাট কত দূরে দেয় পাড়ি!
ভয়ে দুই পাশে শস্যের ক্ষেত করে' ওঠে "হায়! হায়!"
বক্ষের ধন সোনার ফসলে আগুলি' রাখিতে চায়।
জল নিকাশের পথ নাহি আর রোগ ঢোকে গাঁয়ে গাঁয়ে,
পল্লীমায়ের ক্রন্দন ভাসে প্রভাতসন্ধ্যাবায়ে!
দুধের কি স্বাদ ভুলে গেছে লোকে, মিলে না'ক মাছ মোটে,
জেলে ও গোয়ালা রেলের কৃপায় সহরে পয়সা লোটে!
পল্লীর বুকে পোড়ো বাড়ীগুলো আঁধারে তারকা গুণে,
বাবুরা গিয়াছে সিম্‌লা, মুশুরী, কিম্বা-সে ডেরাডুনে!
পল্লী শ্মশান-বুকে
নির্ম্মম কোন্ লৌহ-দানব ছুটে চলে কৌতুকে!

ছুটে চলে রেল গাড়ী—
পার হ'য়ে মাঠ বন পথ ঘাট কত দূরে দেয় পাড়ি!
কে তুমি আজি মা চেয়ে আছ হেথা নীরব অশ্রু-জলে?
—সাত পুরুষের ভিটাটী গিয়াছে লৌহ-পথের তলে!

কে তুমি গো বধূ জেলে আছ দীপ নিশীথ-অন্ধকারে
—রেল-কলিসনে দয়িত হারায়ে আজো কি খুঁজিছ তা'রে ?
রক্তে ভিজেছে ধরণীর ধূলি, আকাশ কেঁপেছে ত্রাসে,
বাতাস ভরেছে কত মানবের ব্যথিত তপ্ত শ্বাসে !
ঘর-ছাড়া দীন কুলীদের দল বুক দিয়ে পথ গড়ি'
দিন রাত খেটে' রোগে ভুগে ভুগে কত যে গিয়াছে মরি' !
কত যে আর্ত্তবাণী
নিশিদিন হায় ! তুলেছে ভরিয়া ধরণী-বক্ষখানি !

ছুটে চলে রেল গাড়ী—
পার হয়ে মাঠ বন পথ ঘাট কত দূরে দেয় পাড়ি !
এ-পার ও-পার চলে বাণিজ্য, সভ্য হয়েছে দেশ,
পরের পকেটে ঢেলে দিয়ে টাকা, সুখে আছি মোরা বেশ !
টিকিট কিনিয়া চড়িতেছি গাড়ী, তারিফ্ লাগিছে চোখে,
এহেন রেলের গোপন তত্ত্ব বোঝে না বিজ্ঞ লোকে ?
এ বিরাট্ দেশে এত যে ফসল, ছড়ানো সোনার কণা,
অনাহারে হায় ! মরে দেশবাসী,—সেটা কবি-কল্পনা ?
লোহার বাঁধনে বাঁধা নাগপাশ, গরুড়ের দেখা নাই,
সপ্ত ডিঙ্গায় ভরা নদী-বুক,—কবে ভুলে গেছি ভাই !
তবু বলি বারবার—
ভারতভূমির ওগো অভিশাপ, তোমাকে নমস্কার!